দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও কিছু কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা প্রণীত হয়েছিল নানান কমিটি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিলম্ব ঘটেছিল কেবলমাত্র প্রথম মহাযুদ্ধ এবং ভারত সরকার বা বাংলা সরকারের প্রশাসনিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের জন্যেই নয় বরং অভিজ্ঞ বাংলায় দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিকূলতার জন্যেও। অনেক বাধা ও প্রতিকূলতার পরেও অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম প্রণয়ন করেন ব্যারিস্টার রবার্ট নাথানের সভাপতিত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি। এই কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯১২ সালের ২৭ মে তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেন। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ৬ জন ইংরেজ, ৪ জন মুসলমান ও ৪ জন হিন্দু সদস্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২১ সাল থেকে। তখন পাক-ভারত উপমহাদেশে কর্তৃত্ব ছিল বৃটিশদের হাতে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসির দায়িত্ব নিলেন বৃটিশ স্যার পিজে হার টগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ডঃ এমাজ উদ্দিন আহমেদ হলেন ১৯তম ভিসি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম থেকে অদ্যাবধি তিনটি মনোগ্রাম পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান আকারে গৃহীত হয়েছে। ১৯২১-৫২ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আমলের মূল মনোগ্রামকে চারভাগে ভাগ করে চারটি চিহ্ন স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তান ১৯৫২-৭২ আমলে মূল মনোগ্রামের সীমানাকে ঠিক রেখে ছোট বড় মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করে পৃথক পৃথক চিহ্ন বসানো হয়েছিল। এর এক ভাগে পবিত্র কোরআন শরীফের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত "ইকরা বিস্‌মে রাব্বি কাল্লাজি খালাক" আরবী ভাষায় লিখা ছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোরআন শরীফের আয়াতটি মনোগ্রাম থেকে বাদ পড়ে যায়। সে যাই হোক জন্ম থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশর ঐতিহ্য বহন করে আসছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। শিক্ষাঙ্গনে নিয়োজিত রয়েছেন প্রায় ১ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা। দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিদ্যাপীঠে ভর্তি হতে পেরে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই/তিন বছর অধ্যয়নের পর ছাত্ররা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। কারণ তারা বাস্তব সমস্যাগুলো অবলোকন করতে পারছে। মাস্টার্স পাস করে বের হতে ৮/৯ বছর চলে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও নানা কারণে সেশন জট ছাত্রদেরকে হতাশ করছে। প্রথম বর্ষের ফলাফল প্রকাশ হয়নি অথচ দ্বিতীয় বর্ষের কোর্স সমাপ্ত হয়ে যায়, তদ্রুপ দ্বিতীয় বর্ষের ফলাফলের পূর্বেই তৃতীয় বর্ষের কোর্স সমাপ্ত হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ ফিরে আসুক, ছাত্ররা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করে জাতির কল্যাণে এগিয়ে আসুক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ কামাল হোসেন সরকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ

দৈনিক ইনকিলাবের ১৮ এপ্রিল চিঠিপত্র কলামে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে প্রকৌশলী জাফর হামিদের পত্রে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য আমার নজরে পড়েছে। এই তথ্য যদি সত্য হয় তবে চোখে ঠুলি বাঁধা তথাকথিত প্রগতিবাদী বাঙ্গালী মুসলমানদের হুশ আসবে সন্দেহ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গড়ের মাঠে ও কোলকাতা টাউন হলে প্রদত্ত বিশ্ব কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা কোন পত্রিকা বা বইতে প্রকাশিত হয়েছিল জানালে সুখী হব।

কবিগুরু নিজে যেখানে একটি Private University স্থাপন করেছিলেন সেখানে তৎকালীন বাংলার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বাধা দেবেন তা বিশ্বাস করতে কেমন লাগে। যদি বাধা দিয়েই যাকেন তবে তা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অমঙ্গলের জন্যই করে ছিলেন। তার মানে বিশ্ব কবি সাম্প্রদায়িক? বিশ্ব কবি মুসলমান বিদ্বেষী? অবশ্য তার বিরাট সাহিত্য কর্মেও মুসলমানদের তেমন পরিচিতি নেই। আছে চাকর-বাকর। মাঝি-মজুরের কিছু কথা।

যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের মানুষের যে কি উপকারে এসেছে তা বেশী চিন্তা করে বলতে হয় না। ১৯৪৭ সনে যখন এদেশ প্রথম বারের মত স্বাধীন হয় তখন যারা এদেশের নতুন প্রশাসনের হাল ধরে ছিলেন তাদের মধ্যে জনসাতেক অবাঙ্গালী মুসলিম ICS ছাড়া আর সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানায় তৈরী বাঙ্গালী মুসলমান সন্তান। যদি ১৯২১ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হত তবে এদেশের অবস্থা কি হত তা ভাবা যায় না।

বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ভূমিকা থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন একজন জমিদার এবং তার জমিদারীর বড় অংশই এদেশে। কিন্তু একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে তিনি বিরোধিতা করবেন এমন ছোট মানুষ কি রবীন্দ্রনাথ।

একটা কথা আমার বড় খটকা লাগে। 'বিশ্বকবি' খেতাবটি কার দেয়া? আমার জানা মতে, জগতে অন্য কোন কবি এই খ্যাতি পাননি। যদিও 'রাজ কবি' উপাধি ভারতে এবং ইংলণ্ডেও দেয়া হত।

উদারমনা, ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথের মনোভাব যদি এরূপ হয় তবে Two nation theory এর প্রবক্তারা কোথায় ভুল করে ছিলেন? ভারতে এখনো যা চলছে তাতে Two nation theory প্রমাণিত হয় না না-কি?

-শাহেদ চৌধুরী